ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৯৬২
আগরতলা,২৭ আগস্ট,২০১৮

পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে উৎসব ও মেলা আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

সমাজে প্রতিটি কাজের সঙ্গে যদি সংস্কৃতিকে সংযুক্ত করা যায় তবেই যে কোনও কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। তাই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উৎসব ও মেলার আয়োজন করার উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। আজ মেলাঘরে ৪ দিনব্যাপী নীরমহল জল উৎসবের সমাপ্তি দিনে নৌকা বাইচ ও সাঁতার প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, মেলাঘর রথের মেলা, নীরমহল জল উৎসব ইত্যাদির জন্য বিখ্যাত। নীরমহল জল উৎসবে যে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হয় তার সাথে এখানকার মৎস্যজীবীদের সংস্কৃতি জুড়ে রয়েছে। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই মৎস্যজীবিকার সাথে যুক্ত। এদের উৎসাহ দানের জন্যই প্রতি বছর এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মেলাঘরে নীরমহলের মতো ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান থাকা স্বত্বেও এখানে পর্যটন শিল্প সেভাবে বিকশিত হয়নি। কিন্তু বর্তমান সরকার রাজ্যে পর্যটন শিল্পকে উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজ্যের ঊনকোটি, নীরমহল, মাতাবাড়ি, ছবিমুড়া প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানগুলিকে নিয়ে ট্যুরিস্ট সার্কিট বানানোর পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। এরজন্য কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্প থেকেও অর্থ এসেছে। একে সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। তিনি আরও বলেন, নীরমহলকে কেন্দ্র করে এখানকার এলাকাবাসীদের স্থায়ী রোজগারের ব্যবস্থা হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু বাস্তবে এর কিছুই হয়নি। তাই বর্তমান রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাধ্যমে নীরমহল এলাকায় বসবাসরত পরিবারের মধ্যে ভর্তুকীতে ৫০ হাজার হাঁসের বাচ্চা প্রদান করা হবে। নীরমহলের জলাশয়ে তা প্রতিপালন করে তারা স্বরোজগারী হবেন। পাশাপাশি জলাশয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হবে, এতে পর্যটকরাও আকর্ষিত হবেন। সরকার সেই দিশাতেই পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে।

এছাড়াও রাজ্যের যতগুলি বড় দীঘি রয়েছে তার আশেপাশের এলাকার মানুষকেও হাঁস পালনের জন্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাধ্যমে হাঁসের বাচ্চা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য পর্যটনমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এতে রোজগারের পাশাপাশি রাজ্যও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

***২-এর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে আমাদের রাজ্যে মাছের যা উৎপাদন হয় তা চাহিদার তুলনায় কম। মাছের এই চাহিদা পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ থেকে মাছ আমদানি করা হয়। রাজ্যকে মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য মৎস্য দপ্তর, পর্যটন দপ্তর এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরকে একসঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত, নারী নির্যাতন মুক্ত, ভ্রষ্টাচার মুক্ত, অপরাধ মুক্ত এবং জমি মাফিয়ামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। এই কাজে রাজ্যের সকল অংশের জনগণের সহযোগিতা চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা বিষ্ণুপদ দাস বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উন্নয়ন ও প্রসারে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস এবং সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ব্রহ্মিত কৌর।

উল্লেখ্য, ৪ দিনব্যাপী নীরমহল জল উৎসবকে কেন্দ্র করে মনসামঙ্গল প্রতিযোগিতা, সাঁতার প্রতিযোগিতা এবং নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের আজ পুরস্কৃত করা হয়।

*****